ড. আয়েয আল কারনী

# কপালে তাদের সিজদার ছাপ

আহলুল্লাহ মুনীব

# কিছু কথা

পুণ্যবানদের জীবনী একটি বাতিঘর। একটি শিক্ষালয়। মানুষ জীবনতরী কূলে ভেড়াবার আগেই নানা বাঁকে খেই হারিয়ে ফেলে। তবু তাকে ছুটে যেতে হয়। অবিশ্রান্তভাবে। পুণ্যবানদের সাথে যার যত বেশি সাযুজ্য, তাদের জীবনের আলোয় যে যত বেশি উদ্ভাসিত, কূল হারাবার ভয় তার তত কম। গন্তব্য তার ততই নিরাপদ।

সফল পূর্বসূরীদের জীবন স্বচ্ছ আয়নার মতো। সেখানে নিজেকে চেনা যায়। দেখে দেখে মুছে নেয়া যায় নিজের ত্রুটিগুলো। জীবন হয় স্বচ্ছ। পরিচ্ছন্ন। পূর্ববর্তীদের থেকে শিক্ষা নেওয়া, তাদের রঙে নিজেকে রঙিন করার এই পুণ্যময় ধারাকে ইসলাম পুনরুজ্জীবিত করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন এ বিষয়ে।

*কপালে তাদের সিজদার ছাপ*-এ বইয়ের পাতায় পাতায় লেখক এঁকেছেন সাহাবী, তাবেয়ী ও উম্মতের রত্নতুল্য মনীষীদের দ্যুতিময় জীবনের টুকরো টুকরো ছবি। যারা ছিলেন আল্লাহ্‌র ফয়সালায় পূর্ণ সমর্পিত। দ্বীনের প্রয়োজনে যাদের জীবন ছিল সর্বাধিক নিবেদিত। মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন ও বাস্তবতা আবিষ্কারের অদম্য আগ্রহ তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে ছিল। মেধায়, যোগ্যতা ও প্রতিভায় তাদের একেকজন ছিলেন যুগের অসাধারণ বিস্ময়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে মিনতি, আমাদেরকেও তাদের পথে কবুল করুন। দান করুন তাদের আদর্শ অনুসরণের সুমহান ঐশ্বর্য।

**আহলুল্লাহ মুনীব**
২১ রমাদান, ১৪৪২

# সূচিপত্র

**ভূমিকা--১১**

**কপালে তাদের সিজদার ছাপ---৩৫**

- উমাইর বিন ওয়াহাব---৩৮
- তুফাইল বিন আমর আদ দাওসী---৪৩
- আমর ইবনুল আস---৪৯
- সুমামা বিন আসাল---৫৩
- যিমাম বিন সা'লাবা---৫৭
- আবদুল্লাহ্ বিন সালাম---৬০
- ইবনু সা'নাহ---৬৪
- ইকরিমা বিন আবু জাহল---৬৬

**তারাই মোদের পূর্বপুরুষ---৭১**

- ইলম অন্বেষনে তাদের কষ্টের কথা---৭৩
- তাদের দরবেশী জীবনের চিত্র---৮০
- সত্যভাষণ---৮৭
- আল্লাহ্র ভয়---৯১
- বিনয়---৯৫

**দুজন মহান কর্মবীর---৯৯**

- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ---৯৯
  খালকে কুরআন ফেতনা---১০৮
- শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ---১১৮



# কপালে তাদের সিজদার ছাপ

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَكِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۙ

'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তার কাছে প্রেরণ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন, শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।'[১]

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَیْلٌ لِّلْقٰسِیَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ .

আল্লাহ্ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে, (সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়) যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।[২]

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

১. সূরা জুমুআহ, আয়াত: ২
২. সূরা যুমার, আয়াত: ২২

নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় কোরো না, চিন্তা কোরো না এবং তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোনো।[১]

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে। তারা জাহান্নামের ক্ষীণতম আওয়াজও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে।[২]

প্রিয় পাঠক, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পবিত্র কালামে কপালে সিজদার ছাপ বলে এমন লোকদের বুঝিয়েছেন, নামাজ যাদের জীবনের ব্রত হয়ে গেছে। নামাজ ও সিজদার বিশেষ চিহ্ন তাদের কপালে উদ্ভাসিত। 'সিজদার ছাপ' বলে সেই নূরের আভা বুঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব, বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক ইবাদতকারীর মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে।

প্রিয় পাঠক, আমি এখানে এমন কয়েকজন সাহাবীর ঈমানদীপ্ত জীবনগাঁথা তুলে ধরব, নামাজ ছিল যাদের জীবনের সৌন্দর্য। বেঁচে থাকার অবলম্বন। কিন্তু তাদের জীবনের শুরুভাগ কেটেছে কুফর, শিরক আর মুর্তিপূজার ঘোর অমানিশার মাঝে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের হেদায়াত দান করেছেন। ফলে তারা ধন্য হয়েছেন চিরস্থায়ী খোদায়ী কৃপায়। আল্লাহ্ তাদের ভ্রান্তির জগত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। দৃষ্টি থেকে অন্ধত্বের শক্ত আবরণ সরিয়ে দিয়েছেন। অপার করুণায় তাদের নিয়ে এসেছেন বিভীষিকাময় অন্ধকার থেকে জান্নাতের আলোঝলমল রাজতোরণে।

---

১. সূরা হামীম সিজদাহ, আয়াত: ৩০
২. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০১-১০২

১। উমাইর বিন ওয়াহাব
২। তুফাইল বিন আমর আদ দাওসি
৩। আমর ইবনুল আস
৪। সুমামা বিন আসাল
৫। যিমাম বিন সা'লাবা
৬। আবদুল্লাহ্ বিন সালাম
৭। ইবনু সা'নাহ
৮। ইকরামা বিন আবি জাহ্ল



# উমাইর বিন ওয়াহাব

উমাইর বিন ওয়াহাব। তিনি ছিলেন একজন মুশরিক মুর্তিপূজক। তার আশপাশের অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। আর তিনি, এখনও সেই জাহিলী মত-পথ ধরে ঘুরে ফিরছেন।

**বদর যুদ্ধের পর...**

মক্কার ঘরে ঘরে মাতম চলছে। কুরাইশগোত্র তার হীরকতুল্য সন্তানদের হারিয়ে নিথর-নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সহায়-সম্বলহীন, নিঃস্ব মুসলিমবাহিনীর অভাবনীয় বজ্রাঘাতে রীতিমত নেতৃত্ব সংকটে পড়ে গেছে তারা। এমন দূর্যোগময় মুহূর্তে স্বজাতির কল্যাণভাবনায় উমায়ের বিন ওয়াহাব বন্ধু সাফওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে কাবার ছায়ায় এক হীনপরামর্শে বসলেন। নবীজী মদীনায়। এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। কিন্তু আল্লাহ, তিনি সর্বজ্ঞানী। সব বিষয়ে সম্যক অবগত।

কাবা ঘরের ছাদের পানি যে নালা দিয়ে পড়ে, তারা ঠিক এর নিচে বসলেন। আলাপ শুরু করলেন ফিসফিসিয়ে। বিষয়টি অন্য কাউকে তারা জানাতে চাইছেন না।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى
ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ
اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ

> আপনি কি ভেবে দেখেননি, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন।[১]

উমায়ের বদরের গর্তে নিক্ষিপ্তদের মর্মান্তিক পরিণতির আলোচনা করলে সাফওয়ান বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! এদের নিহত হওয়ার পর বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। উমায়ের তাকে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি সত্যই বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি ঋণী না হতাম, যা আদায়ের কোন পথ আমার কাছে নেই, আর আমার সন্তানগুলো যদি না থাকত, আমার পর যাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি, তবে আমি অবশ্যই মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলতাম। আরও কারণ হল, আমার ছেলে তাদের হাতে বন্দী। সাফওয়ান সুযোগ বুঝে বলল, তোমার ঋণের দায়িত্ব আমার, আমি তা পরিশোধ করব। তোমার সন্তানরা আমার সন্তানদের সাথে থাকবে। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে, আমি তাদের সাহায্য করব। এমনটি হবে না, কোন কিছু আমার রয়েছে আর তারা পায়নি। তখন উমায়ের তাকে বলল, তবে তুমি আমাদের এ বিষয়টি গোপন রাখো। সাফওয়ান বলল, তাই হবে। উমায়ের বলল, 'তাহলে আমি মুহাম্মাদের কাছে যাচ্ছি। আর মানুষকে বলে দিব, আমি মদীনায় যাচ্ছি বন্দীদের ব্যাপারে কথা বলতে।' মদীনায় তখন মুসলমানদের হাতে সত্তরজন কাফের বন্দী।

উমায়ের তার তরবারি ধারালো ও বিষাক্ত করে নিল। মক্কা থেকে বের হয়ে গেল সে রাতে। মদীনায় পৌঁছল সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে। সে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চোখে পড়ে গেল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ঈমানের ফিরাসাত বা অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয়েছিল। মানুষের ভেতর পড়ে ফেলার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল তার। তিনি তখন কয়েকজন মুসলমানের সাথে বদরের বিষয়েই আলোচনা করছিলেন। এমন সময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন, উমায়ের মসজিদের দরজায় উট বসিয়েছে এবং তার কাঁধে তরবারি। তিনি সঙ্গীদের বললেন, আমি শয়তানকে দেখছি এ লোকটির

---

১. সূরা মুজাদালাহ, আয়াত: ৭

বেশ ধরে এসেছে। তিনি তার দিকে এগিয়ে বললেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে উমায়ের? তিনি তার তরবারি তার ঘাড়ের সাথে ধরে ফেললেন। আনসার সাহাবীদের বললেন, তোমরা গিয়ে নবীজীর কাছে বসো এবং তার ব্যাপারে সাবধান থেকো। তারপর তিনি তাকে রাসূলের কাছে নিয়ে গেলেন। নবীজী যখন তাকে এ অবস্থায় দেখলেন যে, উমর তার তরবারি তারই ঘাড়ে ধরে আছেন, তখন তিনি বললেন, উমর! তাকে ছেড়ে দাও। হে উমায়ের! আমার কাছে এসো। সে কাছে এলে নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, উমায়ের তুমি কেন এসেছ? সে বলল, আমি আপনাদের হাতে আটক আমার আত্মীয়দের মুক্তির জন্য এসেছি। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কাঁধে তরবারি কেন? সে বলল, আল্লাহ্ তরবারির অমঙ্গল করুন। তা আমাদের কিইবা কাজে এসেছে? তিনি বললেন, আমার কাছে সত্য বলো, কেন এসেছ? সে বলল, আমি কেবল এজন্যই এসেছি। নবীজী বললেন, মোটেও নয়, বরং তুমি এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া কাবার পাশে বসে বদরের গর্তে নিক্ষিপ্ত নিহত কুরাইশদের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলে। তুমি বলেছিলে, আমার ঋণের বোঝা এবং সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব না থাকলে আমি অবশ্যই গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলতাম। তখন সাফওয়ান তোমার ঋণ ও সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব এ শর্তে গ্রহণ করেছিল যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে। তুমি একমাস তোমার তরবারিতে বিষ মিশিয়েছ। অথচ আল্লাহ্ তোমার ও তোমার ইচ্ছার মাঝে অন্তরায়। তখন উমায়ের পাঠ করে নিলেন, *আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রাসূলুল্লাহ।*[১]

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ

এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না?[২]

প্রিয় পাঠক, এটা কি কোন গণকের কাজ? নাকি সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট সত্য? যা জীবরাইল আলাইহিস সালাম নিয়ে অবতীর্ণ হতেন।

---

১. দেখুন আল ইসাবাহ, সীরাতে ইবনে হিশাম

২. সূরা তূর, আয়াত: ১৫

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿٣﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ﴿٤﴾ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿٥﴾

নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন অহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দান করেন এক শক্তিশালী ফেরেশতা।[১]

## শিক্ষা

* আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা বলাবলি করতাম, উমরের কথায় প্রশান্তি ঝরে পড়ে।

* আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞান ও তাঁর ব্যাপ্তি অনুধাবন। তিনি বলেন:

وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

তার কাছে অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতিত কেউ জানে না। জলে-স্থলে যা আছে তিনিই জানেন। তার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শষ্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।[২]

* এ ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা।

* যে ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয়ের অবগতির দাবী করে, অবশ্যই সে মিথ্যুক। তবে নবী-রাসূলদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

---

১. সূরা নাজম, আয়াত: ১-৫
২. সূরা আনআম, আয়াত: ৫৯

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.

বলো, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন উত্থিত হবে।[১]

* উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা-মহত্ত্ব। কারণ যখন তার সামনে হক সুপ্রকাশিত হয়ে গেছে, তিনি অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন। গোঁ ধরে থাকেননি। তিনি পরিণত হয়েছিলেন ইসলামের বীরযোদ্ধাদের একজনে।

* * *

১. সূরা নামল, আয়াত: ৬৫

# তুফাইল বিন আমর আদ দাওসী

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় নাম তুফাইল বিন আমর আদ দাওসী রাযিয়াল্লাহ্ আনহু। রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম যখন নিজ সম্প্রদায়কে সকল অন্যায়-অনাচার হতে বিরত থাকতে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তাদের ডাকছিলেন ইসলামের আলোকিত পথে, তখন মক্কাবাসী মক্কায় আগত আপরাপর আরববাসীকে নবীজীর ব্যাপারে সতর্ক করতে লাগল, যেন কেউ তাঁর কাছে না আসে, তাঁর কথা না শোনে। সে সময় তুফাইল কোন কাজে মক্কায় আসেন। মক্কার উঁচু ভূমিতে পৌঁছেই কুরাইশের সতর্কবাণী শুনতে পেলেন। তাই তিনি প্রস্তুত হয়েই মক্কায় প্রবেশ করলেন।

তুফাইল ছিলেন একজন উঁচুমানের কবি ও সুভাষী বক্তা। মাতৃভাষার গলি-ঘুপচি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিবহাল। রাসূলের বিরুদ্ধাচারীরা মক্কার পরিবেশ নানা আপবাদ আর অশ্রাব্যবাণে বিষিয়ে রেখেছিল। কিছু নচ্ছার আর পামর গোছের লোক কুরাইশদের ফুঁসলিয়ে যাচ্ছিল, নবীজীর স্তুতি-প্রশংসা যে করেই হোক ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হবে। তুফাইল মক্কায় কুরাইশ কাফেরদের মুখোমুখি হতেই তারা প্রশ্ন ছুঁড়ল, কোথায় যাচ্ছ তুফাইল?

যে নিজেকে নবী বলে দাবী করে, তার কাছে!
আর কোন উদ্দেশ্য আছে কী?

ইচ্ছে করেছি তার কথা নিজে শুনব, সত্য হলে মেনে নিব। মিথ্যা হলে ছেড়ে দিব।

তুফাইল! তার কাছ থেকে সাবধান থেকো। সে একটা জাদুকর। কবি, অতিন্দ্রীয়বাদী। তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, তুমি তার কথা শুনবে না।

তুফাইল বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তারা আমাকে ভয় দেখিয়েই যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আমি কিছু তুলা নিয়ে কানে গুঁজে দিলাম।

কিন্তু হক তো তুলার চেয়েও শক্তিশালী। কুরআনের অমিয় বাণী তুফাইলের গুঁজে দেওয়া তুলা ভেদ করে তার অন্তরে পৌঁছল।

তিনি বলেন, একদিন হারাম শরীফে প্রবেশ করলাম। আমার কানে যথারীতি তুলা দেওয়া। কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার কৃত্রিম বধিরতা দূর করতে চাইলেন। কাবাপ্রাঙ্গনে নবীজীর প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। তিনি বলেন, তাকে দেখেই আমার বিশ্বাস হল, এ কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।

لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ آيَةٌ مُبَيَّنَةٌ + لَكِنْ مَنْظَرُهُ يُنْبِئُكَ بِالْخَبَرِ

যদি কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন নাও থাকে, তবু তার মুগ্ধকর দর্শন তোমাকে কল্যাণের সুসংবাদ দেবে!

মানুষের ভালোমন্দের ছাপ তার চেহারাতেই ফুটে ওঠে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সত্যবাদী। তুফাইল বলেন, আমি দেখলাম তিনি কিছু একটা পাঠ করছেন। কিন্তু তুলার দায়ে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। মনে মনে ভাবলাম, 'আশ্চর্য! আমি একজন কবি। শব্দ আর বাক্যের ভাল-মন্দ আমার চেনা আছে। তার কথাগুলো যদি ভাল হয়ে থাকে, তবে কানের তুলাটা কেন ফেলে দিচ্ছি না! আর খারাপ হলে কথা ভিন্ন।'

তারপর তিনি তুলা ফেলে দিলেন। তিনি বলেন, তার কথা শুনে আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'শুভ সকাল!' এটা জাহেলী অভিবাদন। নবীজীর কাছে এ অভিবাদন অপছন্দনীয় হওয়ায় গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তায়ালা কি আমাকে তোমার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ দান করেননি?'

তুফাইল বললেন: সেটা কি?

নবীজী বললেন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

তুফাইল বললেন: বাহ, কী চমৎকার! আসসালামু আলাইকুম।

নবীজী তার সালামের উত্তর দিলেন।

তুফাইল: আপনার পরিচয় কী?

নবীজী: আমি আল্লাহ্র রাসূল।

তুফাইল: আপনাকে কে প্রেরণ করেছেন?

নবীজী: আল্লাহ্।

তুফাইল: আপনি কিসের দাওয়াত দিচ্ছেন?

নবীজী উত্তর দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করলেন।

তুফাইল: আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দাউস গোত্রের (তিনি ছিলেন দাওস গোত্রের সর্দার)।

নবীজী তাকে স্বগোত্রের মাঝে ইসলামপ্রচারের আদেশ করলেন। তিনি ফিরে এলেন নিজ এলাকায়। সত্যধর্মের দিকে আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। তাদের মাঝে অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করল। তাই তিনি আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দাওস গোত্রে যিনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের জন্য বদদুআ করুন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দয়ার আধার। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।[১]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

আল্লাহ্‌র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করুন, আর কাজকর্মে পরামর্শ করুন তাদের সাথে। অতঃপর আপনি কোন সঙ্কল্প করলে আল্লাহর ওপর ভরসা করবেন, যারা ভরসা করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।[২]

নবীজী তাদের কল্যাণ কামনায় হাত তুললেন। তুফাইল মনে মনে ভাবলেন, নবীজী তাদের জন্য বদদুআ করছেন। তুফাইল বললেন, এবার দাওস ধ্বংস হয়েছে!

নবীজী বললেন, হে তুফাইল! দাওস গোত্রে ফিরে যাও। তাদের ইসলামের দিকে ডাক। যে কুফরী করবে তার সাথে লড়াই করো। তুফাইল নবীজীর কাছে একটি নিদর্শন চাইলেন। নবীজীর দুআয় তার কপালে একটি আলো প্রকাশ পেল। যা রাতের বেলায় তাকে আলো দিত। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আশংকা হচ্ছে, তারা বলবে, এটা আমার রোগ। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করুন, এ আলো যেন আমার থেকে সরিয়ে দেন। আল্লাহ্ তায়ালা এ আলোকে তার লাঠির মাথায় সরিয়ে দিলেন।

---

১. সূরা ক্বালাম, আয়াত: ৪
২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯

তিনি যখন তার লাঠি উঁচু করে ধরতেন তখন যাহরান উপত্যকার পাহাড় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

তিনি গোত্রের লোকদের কাছে পৌঁছে দেখতে পেলেন, আল্লাহ্‌র নবীর দুআর বরকতে তারা ইসলামকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়ে আছে। তিনি তাদের বললেন, আমি তোমাদের আহ্বান করছি এক আল্লাহ্‌র দিকে, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। তারপর তিনি তাদের নিদর্শন দেখালেন। তারা সবাই ইসলাম কবুল করে নিল। আল্লাহ্‌র দ্বীনে তারা দলে দলে প্রবেশ করল। তিনি বলেন, 'আমি দাওস গোত্রের মাঝে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের পরও তা চালু থাকল। এর মধ্যে বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল। এরপর আমি নবীজীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সাথে ছিল দাওস গোত্রের ওই সব লোক, যারা আমার ডাকে সারা দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিল। আল্লাহ্‌র রাসূল খায়বারে অবস্থান করছিলেন। পরিশেষে আমি দাওস গোত্রের সত্তর বা আশিটি পরিবার নিয়ে মদীনায় পৌঁছলাম। পরে আমরা সেখান থেকে খায়বারে গিয়ে নবীজীর সাথে মিলিত হলাম। তিনি গণিমতের মাল থেকে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে আমাদেরও অংশ দিয়েছিলেন।'

তুফাইল বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের প্রতিটি কাজে অংশ নিচ্ছিলেন স্বতস্ফূর্তভাবে। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারী একজন একনিষ্ঠ দায়ী। জিহাদের ময়দানে তেজস্বী যোদ্ধা। আল্লাহ্‌র কাছে নিজের জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى
عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

হে প্রশান্তচিত্ত!
তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো

সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে
আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও
আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।[১]

## শিক্ষা

* মুসলিমদের অভিবাদন হল 'আসসালামু আলাইকুম'। একে ভিন্ন কিছু দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না।

* একজন দায়ীর কর্তব্য হল, তিনি দাওয়াতের কাজে কুরআনুল কারীমকে তুলে ধরবেন। কুরআনের ক্ষেত্রে অন্য কারো কথা আনবেন না।

* দায়ী সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল ও মহানুভব চরিত্রের হবেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া প্রবণ হবেন না। আল্লাহ্ তায়ালা তার মাধ্যমে হেদায়াতের শীতল হাওয়া প্রবাহিত করবেন।

* আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অলীদের কারামতকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা তারই একটি।

* যিনি সত্যপথ ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন, তার জন্য রয়েছে তার অনুসারীর সমপরিমাণ প্রতিদান। তেমনিভাবে যে অন্যায় ও ভ্রষ্টতার দিকে ডাকে, তার কাঁধে চাপবে তার অনুগামীর সমপরিমাণ বোঝা।

* * *

১. সূরা ফাজ্‌র, আয়াত: ২৭-৩০

# আমর ইবনুল আস

আমাদের আলোচনার তৃতীয় ব্যক্তিত্ব আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু। একজন কুশলী আরব সমরবিদ। তিনি ছিলেন খাট ও হালকা গড়নের। কিন্তু তার পুরো সত্তা থেকে মেধা-বুদ্ধি ঠিকরে পড়ত। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন তাকে দেখতেন, বলতেন,

لَيْسَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَّا أَمِيرًا .

'আবু আবদুল্লাহর কেবল নেতা হয়ে হাঁটাই শোভা পায়।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

بَنُو الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو وَ هِشَامٌ .

আস গোত্রে দুজন মুমিন ব্যক্তি আছে; আমর ও হিশাম।[১]

তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিছুটা দেরীতে। মদীনার পথে তার সঙ্গী ছিলেন উসমান বিন আবি শাইবাহ ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম। যখন তারা মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলেন, তখন তিনি তাদের

১. সহীহ হাদীস। মুসনাদে আহমদ ২/৩০৪,৩২৭, সহীহ বুখারী; তারিখুল কাবীর, ৬/৩০৩; সুনানে নাসায়ী, ফাদাইলুস সাহাবাহ, ১৯৫।

বললেন, আমাকে রাসূলের কাছে আগে যেতে দাও। কারণ আমার অনেক অপরাধ আছে, সেগুলো থেকে ক্ষমা প্রার্থণা করব। তখন তারা তাকে একা ছেড়ে দিলেন।

তিনি রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে নবীজীর চেহারায় আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানালেন। তাকে বসালেন নিজের পাশে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনার কাছে বাইয়াত হব। নবীজী হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমর হাত ধরলেন।

নবীজী বললেন: কী হল আমর?

তিনি বললেন: শর্ত আছে!

নবীজী বললেন: কী শর্ত?

তিনি বললেন: শর্ত হল, আল্লাহ্ আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

নবীজী বললেন: তোমার কী জানা নেই, ইসলাম তার পূর্বের সব কিছুকে মুছে দেয়, তেমনিভাবে তাওবাও আগের সবকিছু ধুয়ে ফেলে।

আমর বললেন, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করলাম। আল্লাহ্র কসম! যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রিয় কেউ নয়। আল্লাহ্র কসম! ইসলাম গ্রহণের পর তার সম্মানের চেয়ে নয়নপ্রীতিকর কোন বস্তু আমার কাছে নেই। তোমরা যদি চাও, আমি পূর্ণরূপে তার গুণ বর্ণনা করি, আল্লাহ্র কসম! আমি পারব না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ আনন্দিত হয়েছিলেন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহুর ইসলাম গ্রহণের দিন। তাকে নিজেদের মাঝে আপন করে নিতে চাইলেন তিনি। ফলে অন্যদের থেকে একটু আলাদাভাবে তার প্রতি খেয়াল রাখছিলেন। এতে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহুর ধারণা জন্মায়, সাহাবীদের মাঝে হয়ত তিনিই সেরা। কিন্তু তার এ ভুল ভাঙ্গে একদিন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাতুস সালাসিল যুদ্ধের মুজাহিদদের সঙ্গে পাঠালেন। আমি তখন নবীজীর নিকট এসে বললাম, আপনার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় ব্যক্তি কে?

তিনি বললেন, আয়েশা।

আমি বললাম, পুরুষদের মাঝে কে?

তিনি বললেন, আয়েশার পিতা (আবু বকর)।

আমি বললাম, তারপর?

তিনি বললেন, উমার।

তারপর তিনি আরও কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নাম বললেন।[১]

তিনি মানুষের মাঝে মেধাবী ও বরেণ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তার মাধ্যমে এ দ্বীনকে প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন। পরবর্তীতে নানা সময়ে মুসলিম সেনাদলের সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। আমি প্রস্তুত হয়ে এলাম। তিনি অজু করছিলেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সম্পদ অর্জন করতে চাই না। আমি চাই আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে।' নবীজী মুচকি হেসে বললেন, 'আমর! কতনা উত্তম সম্পদ সেটা, যা সৎলোকের হাতে থাকে।'

বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু কোন এক যুদ্ধে বের হলেন। তিনি সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন। বাহিনীতে আবু বকর, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মতো বড় বড় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। শীতের রাতে তার ফরজ গোসলের প্রয়োজন হল। তিনি পানি ব্যবহার করলেন না। কারণ পানি ব্যবহারের উপায় ছিল না। তায়াম্মুম করে তিনি নামাজ পড়ালেন। সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন। নবীজী তাকে বললেন, 'আমর! তুমি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথিদের নামাজের ইমামতি করেছ?' তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

১. সহীহ বুখারী : ৩৬৬২; সহীহ মুসলিম : ৬০৭১